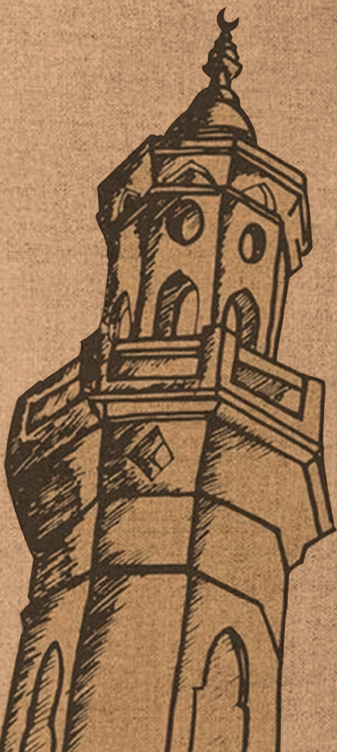
প্রতীক্ষার রমাদান

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ



নাজমুল হক সাকিব
অনূদিত

প্রতীক্ষার রমাদান

বই : প্রতীক্ষার রমাদান
মূল : শাইখ খালিদ আর-রাশিদ
অনুবাদ : নাজমুল হক সাকিব

প্রতীক্ষার রমাদান

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

শব্দতরু
শব্দের বুননে চেতনার উন্মেষ

প্রতীক্ষার রমাদান

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

প্রথম প্রকাশ

রমাদান ১৪৪১ হিজরি / এপ্রিল ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com - ruhamashop.com
Sijdah.com - wafilife.com

বিনিময় : রাব্বুন গাফুরের দরবারে

শব্দতরু
শব্দের বুননে চেতনার উন্মেষ

৪৫ কম্পিউটার মার্কেট, ৩য় তলা, দোকান নং ৩০৯,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮৬৬ ০৫১১৪০
shobdotoru@gmail.com
facebook.com/shobdotoru.bd
www.shobdotoru.com

অর্পণ

প্রিয় আবদুস সাবুর খান সুমন ভাইকে

আমার দেখা দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একজন মানুষ।

জালিমের জিন্দানখানা থেকে আল্লাহ দ্রুত তাকে মুক্তি দান করুন।

অনুবাদক

নাজমুল হক সাকিব। তরুণ আলিম। লেখক, অনুবাদক ও খতিব। জন্ম ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর। তাকমিল ফিল হাদিস সমাপ্ত করেছেন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর থেকে। '*শব্দতরু*' থেকে তার অনূদিত বই '*নবজীবনের সন্ধানে*' প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদকের অভিব্যক্তি

রমাদান। মুমিনের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। যে সময়ে মুমিন তার রবের সাথে নিজের সম্পর্ককে ঝালাই করে নেয়। রবের দুয়ারে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেয়। তাই আমাদের পূর্বসূরিগণ রমাদানকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। রমাদানের জন্য দিন গণনা করতেন। বছরের অবশিষ্ট সময়ে রমাদানের জন্য প্রতীক্ষা করতেন। রমাদান এলেই সজীব হয়ে উঠতো তাদের হৃদয়। আলোকিত হয়ে উঠতো তাদের মসজিদ। ইবাদত ও আল্লাহপ্রেমের এক জান্নাতি পরিবেশ তৈরি হতো চারিদিকে।

রমাদান ও রমাদানের বাইরে আমাদের পূর্বসূরিদের সালাত, সিয়াম, তিলাওয়াত ও যিকিরের গল্পগুলো শুনলে আমাদের কাছে কেমন বিস্ময়কর মনে হয়। আমাদের মস্তিষ্ক বিষয়গুলোকে সহজে ধারণ করে নিতে পারে না। তাদের সেই বিষয়গুলো আমাদের সামনে আলোচনা করা হলে কেমন আশ্চর্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি আমরা। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এমনটিও কি সম্ভব? কেউ কেউ আরেক ধাপ আগ বেড়ে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেন এবং নানা রকম অবান্তর প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। আমাদের এ আচরণ মূলত আমাদের পদস্খলনের চিহ্ন। পূর্বসূরিদের সারা রাত সালাতে দাঁড়িয়ে থাকা, এক রাতে কুরআন খতম করা,

ইশার অযুতে বছরের পর বছর ফজরের সালাত আদায় করা; এসব ঘটনাকে অবিশ্বাস্য মনে করা মূলত আমলের দিক থেকে আমাদের দৈন্যেরই প্রমাণ। মূলত সালাফের দ্বীন আমাদের কাছে দিনদিন কেমন যেন অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে। দ্বীন যেমন অপরিচিত অবস্থায় এসেছিল তেমনই অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে।

বক্ষমান পুস্তিকাটি শাইখ খালিদ আর-রাশিদ হাফিযাহুল্লাহর রমাদান সংক্রান্ত একটি খুতবার সংকলন। শাইখের খুতবার এক অসাধারণ হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিমা রয়েছে। কান্নামাখা কণ্ঠে তার কথাগুলো শ্রোতাদের হৃদয়ে আঁচড় কাটে। তিনি কথা বলেন উম্মাহর জন্য অসামান্য দরদকে বুকে ধারণ করে। তার খুতবার সেই বৈশিষ্ট্যটুকু অনুবাদে কতটুকু রক্ষা পেয়েছে সে বিশ্লেষণ অবশ্যই পাঠক করবেন। আমরা শুধু আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টাটুকু করতে পেরেছি। আল্লাহ শাইখকে জালিমের জিন্দানখানা থেকে দ্রুত মুক্তি দান করুন।

পাণ্ডুলিপিটি যখন প্রস্তুত তখন আমাদের মসজিদগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। করোনা ভাইরাস নামক এক বৈশ্বিক মহামারির আক্রমণে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে এক আতঙ্কময় পরিবেশ বিরাজ করছে। যেন ঘনবসতিপূর্ণ কোলাহলময় এই জনপদকে মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সামনে রমাদান। তার আগেই আমাদের মসজিদের দুয়ারগুলো উন্মুক্ত হয়ে যাক এমনটি সবার কামনা। বাইতুল্লাহ, মসজিদে নববী-সহ সকল মসজিদগুলো আবারও ঈমানদারদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে

উঠুক এটাই সবার প্রার্থনা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। সকল প্রকার কঠিন পরিস্থিতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমিন।

নাজমুল হক সাকিব
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।
১৫ই শাবান, ১৪৪১ হিজরি।

সূচিপত্র

প্রতীক্ষার রমাদান-১৫
পূর্বসূরি নারীদের গল্প-৩৭
সিয়াম পালনকারীদের প্রকারভেদ-৪২
রমাদান হলো শক্তি অর্জনের মাস, বীরত্ব অর্জনের মাস-৪৫
রমাদানে আমাদের অবস্থা-৪৬

প্রতীক্ষার রমাদান

গত বছর এই সময়ে আমরা রমাদানের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সিয়ামের মাসের প্রতীক্ষায় ছিলাম। অনেকে রমাদানের জন্য দিন গণনাও করছিলাম। কিন্তু তারপর কি হলো?

পুরো একটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। দেখতে দেখতে দিন, রাত, সপ্তাহ, মাস পার হয়ে গেল। পূর্ণ একটি বছর তার তাবু গুটিয়ে নিল। চাদর টেনে নিল। সবকিছু নিয়ে বিদায় হয়ে গেল। আমাদের ভালো ও মন্দ আমলগুলো লিপিবদ্ধ করে চলে গেল। আল্লাহ বড় সত্য বলেছেন।

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً﴾

'কথার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কে আছে?'[১]

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً﴾

'আলোচনার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কে আছে?'[২]

﴿وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

'আর সেই দিনগুলোকে আমি মানুষের মাঝে পালাক্রমে

---

১. সুরা নিসা ৪ : ১২২।
২. সুরা নিসা ৪ : ৮৭।

পরিবর্তন করে দিই। যাতে আল্লাহ (কর্মের মাধ্যমে) চিনে নিতে পারেন ঈমানদারদেরকে এবং তোমাদের মধ্য থেকে গ্রহণ করতে পারেন কিছু শহিদ। আর আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।’[৩]

হাফিয ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

‘এভাবেই একে একে দিনগুলো আমাদের থেকে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

আমাদেরকে অনবরত নির্ধারিত মেয়াদের দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে। আমরা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি।

আমাদের জীবন থেকে যে মুহূর্ত ও সময়গুলো অতিবাহিত হয়ে গেল তা আর কখনোই ফিরে আসবে না।

যদি আমরা জগতের সকল পাহাড়গুলোকে ওজন করে তার অনুরূপ স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য খরচ করি তবুও তা কিছুতেই আমাদের নিকট ফিরে আসবে না।’

আপনার প্রতিটি নিশ্বাস গণনা করা হচ্ছে।

আপনার প্রতিটি মুহূর্তকে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

আপনার মেয়াদ নির্ধারণ করা আছে।

আপনি চাইলেও তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। তাই সময় হাতে থাকতে সতর্ক হোন।

---

৩. সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৪০।

আপনার ওপর আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আপনার জীবনকে দীর্ঘ করে দিয়েছেন। জীবনে তিনি বহুবার আপনাকে এই মহান মাসটি লাভ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। একটু ভেবে দেখুন, মৃত্যু কত মানুষকে আজ অনুপস্থিত করে দিয়েছে। কত প্রিয়জনকে মাটিচাপা দিয়ে দিয়েছে।

একটু স্মরণ করার চেষ্টা করুন, গত রমাদানে কত মানুষ আমাদের সাথে সিয়াম পালন করেছিল। ঈদের সালাত আদায় করেছিল। অবশেষে মৃত্যু তাদের অনুপস্থিত করে দিয়েছে। কোথায় তারা আজ?

আপনি এই হাদিসটি স্মরণ করুন,

اغتنم خمساً قبل خمس : حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك.

‘পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে গনিমত মনে করো। মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে। অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে। ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে। দারিদ্র্যের পূর্বে ধনাঢ্যতাকে।’[৪]

আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন! আপনি উত্তম মানুষ হওয়ার চেষ্টা করুন। ঠিক যেমনটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তেমন । তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো,

৪. মুসতাদরাকে হাকেম : ৭৮৪৬। হাদিসটি সহিহ।

أي الناس خير؟!

'কোন মানুষটি উত্তম?'

তিনি বললেন,

من طال عمره وحسن عمله

'যে দীর্ঘ জীবন লাভ করল এবং নিজের আমলকে সুন্দর করল।'[৫]

কবির ভাষায়,

ভস্ম হোক সে হৃদয় যা আপনাকে ছাড়া অন্তরঙ্গতা অনুভব করে।

আমি চাই না সে হৃদয় যা অন্যকে পছন্দ করে।

আল্লাহ বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

'রমাদান মাস। যে মাসে অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন। যা মানুষের

৫. সুনানে তিরমিযি : ২৩৩০। মুসনাদে আহমাদ : ২০৫০৪। হাদিসটি হাসান।

জন্য পথপ্রদর্শনকারী, স্পষ্ট পথনির্দেশক ও সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্য থেকে যে এ মাসটি পেয়ে যাবে সে যেন সিয়াম পালন করে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা সফরে থাকবে সে যেন অন্য সময়ে তা গণনা করে আদায় করে নেয়। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজতা চান। তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না। সুতরাং তোমরা গণনাকে পূর্ণ করো এবং আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা করো এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ থাকতে পারো।'[৬]

ইমাম আহমাদ ও নাসায়ি আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে রমাদান আগমনের সুসংবাদ দিতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন,

قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتُغل فيه الشيطان فيه ليلة خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حُرم

'তোমাদের নিকট আগমন করেছে রমাদান মাস। যা বরকতপূর্ণ মাস। এ মাসটিতে সিয়াম পালন করা আল্লাহ্ তোমাদের ওপর ফরজ করে দিয়েছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৬. সুরা বাকারা ২ : ১৮৫।

শয়তানকে বন্দি করা হয়। এ মাসের রয়েছে এমন একটি রজনি যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় সে প্রকৃত বঞ্চিত।'[৭]

ইবনে রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রমাদান মাসের আগমনে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানোর ক্ষেত্রে এ হাদিসটি হলো মূল।

মুমিন সুসংবাদ গ্রহণ না করে কীভাবে থাকবে?! জান্নাতের দুয়ারগুলো তো তার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পাপাচারী ব্যক্তি আনন্দিত না হয়ে কীভাবে থাকবে? জাহান্নামের দরজাগুলো তো বন্ধ হয়ে গেছে। শয়তানের বন্দিদশার খবর পেয়ে একজন বুদ্ধিমান মানুষ কি আনন্দিত না হয়ে পারে? এর চেয়ে সুন্দর সময় বুদ্ধিমান মুমিনের জন্য আর কোনটি হতে পারে বলুন?

মুয়াল্লা ইবনুল ফযল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমাদের পূর্বসূরিগণ বছরে ছয় মাস আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন, যেন আল্লাহ তাদেরকে রমাদান মাস পর্যন্ত পৌঁছে দেন। তারপর ছয় মাস দোয়া করতেন, যেন আল্লাহ তাদের রমাদানের আমলগুলো কবুল করে নেন।'

ইয়াহইয়া ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাফদের একটি দোয়া এমন ছিল,

---

৭. সুনানে নাসায়ি : ২১০৬। মুসনাদে আহমাদ : ৭১৪৮। হাদিসটি সহিহ।

اللّٰهُمَّ سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلم مني رمضان متقبلاً

‘হে আল্লাহ! আমাকে রমাদান পর্যন্ত নিরাপদে রাখুন, রমাদানকে আমার জন্য নিরাপদ করে দিন এবং রমাদানের আমলগুলো আমার থেকে নিরাপদে কবুল করে নিন।’

সুতরাং সুসংবাদ গ্রহণ করুন একটি পবিত্র মাসের। একটি বরকতময় মহান মাসের। কারণ কুরআন-সহ সকল আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার মাস রমাদান। কুরআন ও সিয়ামের শাফায়াত লাভ করার মাস রমাদান। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের মাস হলো রমাদান। তাওবা ও গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে সুবর্ণ সময় রমাদান। শয়তানের বন্দিদশার সময় রমাদান। জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত ও জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ হওয়ার সময় রমাদান। মহানুভবতা, অনুগ্রহ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপযুক্ত সময় রমাদান। নিজের সৎকর্মকে বহুগুণে বৃদ্ধি ও লাইলাতুল কদর লাভ করার সময় রমাদান। জিহাদ ও বিজয়ের মাস রমাদান। সুতরাং রমাদানের আগমনে মুমিন কি আনন্দিত না হয়ে পারে?

হৃদয়ের গভীরে স্থান দিয়েছি তাকে,
তাকে কি ভোলা যায় যে হৃদয়ে থাকে?
যতদিন করে যাবো তার আরাধনা,
স্মৃতি থেকে মুছবে না তার আলোচনা।
দেহটা বয়সকালে হয়ে গেছে বৃদ্ধ,
হৃদয়টা ভালোবাসায় আজও সমৃদ্ধ।
বছরে একবার হয় তার সাথে মিলন,
দেহের প্রতিটি লোমে বয়ে যায় শিহরণ।
হৃদয় ও মন সবই রয় যে প্রতীক্ষায়,
কেনই বা রবে না? আত্মা যে তাকে চায়।
সে এলে রাতগুলো হয়ে ওঠে মধুময়,
মনে হয়, কভু শেষ না হোক যেন এ সময়।
সে এলে রাতগুলো হয়ে ওঠে আলোকিত,
মুমিনের দিল হয় ইবাদতে পুলকিত।
বছরে একমাস এসে সে চলে যায়,
এগারোটি মাস যেন তার রেশ রয়ে যায়।
তার নাম রমাদান, পবিত্রতার মাস,
আল্লাহকে ভালোবেসে সকলেই চায় তাকে।
এই মাসে চেনা যায় আল্লাহভীরুকে,
যার মাঝে রমাদানের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

‘নিশ্চয় মুত্তাকিরা থাকবে বাগবাগিচা ও নহর-নালার মাঝে। থাকবে ক্ষমতাবান মালিকের নিক

আসুন, সালাফের সেই দ্বীন নিয়ে আলোচনা করি যা আজকাল আমাদের কাছে অপরিচিত মনে হয়। যার আলোচনা আমাদের কাছে শুধুমাত্র গালগপ্প মনে হয়। যেন বিশ্বাসই হতে চায় না তাদের ঘটনাগুলো। যেগুলো শুনলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, আদৌ কি এমনটি সম্ভব? আসুন সালাফের সেই অপরিচিত দ্বীন নিয়েই আমরা কিছুটা আলোকপাত করি।

ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ধারাবাহিক সিয়াম পালন করা অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন।

মুত্তাকিদের আমির ও পাপাচারীদের দ্বারা শহিদ উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে আবু নুয়াঈম বলেন, দিনে তার আমল ছিলো দানশীলতা ও সিয়াম। রাতে তার আমল ছিলো সিজদা ও কিয়াম। তিনি বিপদের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন এবং রবের সাথে একান্ত আলাপের নিয়ামত লাভ করেছিলেন।

যুবাইর ইবনে আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ হিমা নামে তার এক দাদী থেকে বর্ণনা করেন, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু নিয়মিত সিয়াম পালন করতেন এবং রাতের প্রথম অংশে কিছু সময় ব্যতীত সারা রাতই সালাত আদায় করতেন। তাকে যেদিন শহিদ করা হয় সেদিন তিনি সিয়ামরত ছিলেন। শাহাদাতের সময় তার সামনে মুসহাফ ছিল। তার গাল ও দাঁড়ি অশ্রুতে ভেজা ছিল। তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় মানুষ। ছিলেন জগতের বুকে কল্যাণ ও সত্যবাদিতার প্রতীক।

আবু তালহা আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل

'সেনাবাহিনীর মাঝে আবু তালহার আওয়াজ এক হাজার লোকের আওয়াজ অপেক্ষা উত্তম।'[১৩]

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যুদ্ধের কারণে নফল সিয়াম পালন করতে পারতেন না। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে গেল তখন থেকে আমি তাকে ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতর ব্যতীত কখনো সিয়ামবিহীন অবস্থায় দেখিনি।

উম্মাহর প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট কারী আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে আমি ব্যবসায়ী ছিলাম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবী হলেন তখন ব্যবসা ও ইবাদতের মাঝে টানপোড়েন শুরু হলো। তখন আমি ইবাদতকে গ্রহণ করলাম এবং ব্যবসাকে ত্যাগ করলাম।

তার সম্পর্কে তার স্ত্রী বলেন, তার কোনো পার্থিব প্রয়োজন ছিলো না। তিনি রাতে সালাত আদায় করতেন এবং দিনে লাগাতার সিয়াম আদায় করতেন।

---

১৩. মুসনাদে আহমাদ : ১২০৯৫। হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহিহ।

হে হাদি! চালিয়ে যাও তাদের আলোচনা।

তাদের আলোচনা যেন পিপাসার্ত হৃদয়ের আরাধনা।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ছিলেন এই উম্মাহর মুজতাহিদ ইমাম। তার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বক্তব্যটুকুই যথেষ্ট,

نعمَ العبد عبد اللهِ

'কতই না উত্তম বান্দা আবদুল্লাহ।'[১৪]

ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমার বিশিষ্ট শাগরিদ নাফে রাহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা সফরে নফল সিয়াম রাখতেন না এবং সফরের বাইরে নফল সিয়াম ছাড়তেন না।

সাঈদ ইবনে জাবির বলেন, যখন ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হলো তখন তিনি বলতে লাগলেন, তিনটি বিষয় ছাড়া দুনিয়ার কোনো কিছু ত্যাগ করতে আমার কোনো আক্ষেপ নেই। দিনের সিয়াম ও রাতের সালাত। আর আমি সেই বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারলাম না যারা আমাদের ওপর চেপে বসেছে। শেষ কথাটি বলে তিনি হাজ্জাজের দিকে ঈঙ্গিত করেছিলেন।

---

১৪. আমাদের অনুসন্ধানে উপরোক্ত শব্দে হাদিসটি পাওয়া যায়নি। তবে বুখারি এবং মুসলিমে نِعْمَ الرَّجلُ عبدُ اللهِ لَو كانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ এই শব্দে হাদিসটি উদ্ধৃত হয়েছে। দেখুন, সহিহ বুখারি : ১১৫৬ এবং সহিহ মুসলিম : ২৪৭৯।

রাজা ইবনে হাইওয়াহ রাহিমাহুল্লাহ আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন। তখন আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমার জন্য শাহাদাতের দোয়া করুন। তিনি বললেন,

اللّٰهُمَّ سلمهم وغنمهم

'হে আল্লাহ! আপনি তাদের নিরাপদে রাখুন এবং গনিমত দান করুন।'

আমরা সে অভিযানে অংশগ্রহণ করলাম এবং গনিমত-সহ নিরাপদে ফিরে এলাম।

এভাবে তিনবারের কথা তিনি উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন, তারপর আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি তিনবার ধারাবাহিকভাবে আপনার নিকট উপস্থিত হলাম এবং আপনার নিকট শাহাদাতের দোয়া চাইলাম। প্রতিবারই আপনি বললেন,

اللّٰهُمَّ سلمهم وغنمهم

'হে আল্লাহ! আপনি তাদের নিরাপদে রাখুন এবং গনিমত দান করুন।'

ফলে আমরা গনিমত-সহ নিরাপদে ফিরে এলাম। হে আল্লাহর রাসুল! তাহলে আপনি আমাকে এমন একটি আমলের আদেশ করুন যার বিনিময়ে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তখন তিনি বললেন,

عليك بالصوم فإنه لامثل له

'তুমি সিয়াম পালন করো। কারণ তার কোনো উদাহরণ নেই।'[১৫]

এজন্য মেহমানের আগমন ব্যতীত দিনের বেলা আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে ধোঁয়া দেখা যেতো না। যখন দিনের বেলা ধোঁয়া দেখা যেতো তখন সবাই বুঝে নিতো যে, বাড়িতে মেহমানের আগমন ঘটেছে।

আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা একবার গরমের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে বের হলাম। গরমের তীব্রতায় লোকেরা তাদের মাথায় বারবার হাত রাখছিল। আমাদের মাঝে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত আর কেউ সিয়ামরত ছিলেন না।

মাসরুক ইবনে আবদুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন ইলমের ক্ষেত্রে গভীর। আমানতের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। আল্লাহর বান্দাদের প্রিয় ব্যক্তি। তার সম্পর্কে শাবী বলেন, আমি একদিন তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। দিনটি ছিল গ্রীষ্মকাল। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আবার তিনি তার কন্যার নামও রেখেছিলেন আয়েশা। তিনি তার সেই কন্যার কোনো কথা অমান্য করতেন না। ভালোবাসার কারণে কখনো তার কোনো কথা অবমূল্যায়ন করতেন না। মেয়েটি তার কাছে এসে বললেন, বাবা! সিয়াম ভেঙ্গে ফেলুন। পানি

১৫. সুনানে নাসায়ি : ২২২৩। মুসনাদে আহমাদ : ২২১৪৯। হাদিসটি সহিহ।

পান করুন। তিনি বললেন, তুমি কী চাও মা? মেয়ে বললো, নম্রতা। তিনি বললেন, মা! আমি তো নিজের জন্য সেদিন নম্রতা চাই যেদিনের দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

এ সকল বান্দাদের জন্যই আল্লাহ বলেছেন,

﴿فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً، وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً، عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَّنثُوراً، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً، إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً﴾

'ফলে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন সেই দিনের অনিষ্ট থেকে এবং তাদেরকে দান করেছেন সজীবতা ও আনন্দ। তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তিনি তাদেরকে দান করেছেন বাগান ও রেশম। তারা সেখানে থাকবে সিংহাসনের ওপর হেলান দেওয়া অবস্থায়। সেখানে তারা অনুভব করবে না তীব্র রোদ

ও প্রচণ্ড ঠান্ডা। তাদের ওপর ঝুঁকে থাকবে বৃক্ষছায়া আর ফলগুলো থাকবে তাদের নাগালে। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্র ও স্ফটিকের পানপাত্রে। তা হবে রূপার স্ফটিক। পরিবশেনকারীরা তা পরিমাপ করে পরিবেশন করবে। তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'যানজাবিল'মিশ্রিত পানপাত্র। তা হলো জান্নাতের এমন একটি নহর যাকে 'সালসাবিল' বলা হয়। তাদেরকে প্রদক্ষিণ করবে কিছু চিরস্থায়ী কিশোর। আপনি তাদেরকে দেখলে ভাববেন, যেন ছড়ানো মুক্তো। আর আপনি যখন সেখানে তাকাবেন তখন দেখতে পাবেন নিয়ামতরাজি ও বিরাট রাজত্ব। তাদের আবরণ হবে চিকন ও মোটা সবুজ রেশমের পোশাক দ্বারা। আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রূপার কঙ্কর। আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়। নিশ্চয় এটা তোমাদের প্রতিদান আর তোমাদের প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য হয়েছে।'[১৬]

তোমাদের প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তোমরা আমার আনুগত্যের ওপর অবিচল থাকো।

তোমাদের প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তোমরা আমার অবাধ্যতা থেকে ধৈর্যধারণ করো।

তোমাদের প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তোমরা আমার জন্য সকল কষ্ট সহ্য করে নিতে পারো।

আলা ইবনে যিয়াদ রাহিমাহুল্লাহর গল্প শুনুন। তিনি ছিলেন

১৬. সুরা ইনসান ৭৬ : ১১-২২।

জিহাদের কমান্ডার। শত্রুদের আতঙ্ক। ছিলেন আল্লাহভীরু। মুত্তাকি। আল্লাহর অনুগত। আল্লাহ ভয়ে তিনি প্রচুর কাঁদতেন।

হিশাম ইবনে হাসসান বলেন, আলা ইবনে যিয়াদের প্রতিদিনের খাবার ছিল শুধুমাত্র একটি রুটি। তিনি যতদিন সম্ভব লাগাতার সিয়াম পালন করতেন। যতক্ষণ সম্ভব দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন।

একবার তার নিকট আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ উপস্থিত হলেন। তারা তাকে বললেন, আল্লাহ তো তোমাকে এসব করতে বলেননি। তিনি বললেন, আমি হলাম মালিকানাধীন গোলাম। আমার কাজ হলো যেভাবে সম্ভব নত হওয়া।

এক লোক তাকে বলল, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি জান্নাতে আছেন।

তিনি বললেন, বলছ কি?! শয়তান তোমাকে ও আমাকে নিয়ে উপহাস করছে।

সালামাহ ইবনে সাইদ বলেন, আলা ইবনে যিয়াদ একবার স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি জান্নাতি। এ স্বপ্ন দেখার পর তিনদিন পর্যন্ত তিনি কাঁদতে লাগলেন। একটু ঘুমালেনও না। খাবারও গ্রহণ করলেন না। তার অবস্থা শুনে হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ভাই! জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে তুমি নিজেকে শেষ করে দিয়ো না।

এ কথা শুনে আলা ইবনে যিয়াদের কান্না আরও বেড়ে গেল। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তিনি সেদিন সিয়ামরত ছিলেন। তাই ইফতার হিসেবে তখন কিছু খাবার গ্রহণ করলেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

‘নিঃসন্দেহে যাদের জন্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত রয়েছে আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ তারা জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে। শুনতে পাবে না তারা জাহান্নামের ক্ষীণ আওয়াজটুকুও। আর তারা থাকবে তাদের মনের চাহিদা অনুযায়ী নিয়ামতরাজির মাঝে অনন্তকাল। আতঙ্কিত করবে না তাদেরকে বিরাট ত্রাস। আর তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে ফিরিশতারা এই মর্মে যে, এটাই সেই দিবস যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছিল। সেদিন আমি গুটিয়ে নিবো আকাশকে, লিখিত পত্রকে গুটিয়ে নেওয়ার মতোই। ঠিক যেমন আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা

করেছিলাম তেমনই তা পুনরাবৃত্তি করব। এটা আমার ওয়াদা। অবশ্যই আমি তা করবই। আর আমি উপদেশ দানের পর লিখে দিয়েছিলাম যাবুরে যে, জমিনের উত্তরাধিকারী হবে আমার নেককার বান্দাগণ। নিশ্চয় এর মাঝে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত উপদেশ রয়েছে। আর আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি জগতসমূহের জন্য রহমতস্বরূপ।'[১৭]

ছাড়ো তাকে, বিরক্ত করো না, ছাড়ো,
সে তো জানে তোমরা যা না জানো।
পেয়েছে সে পথের দিশা, চলেছে সে পথে,
চেয়েছে সে এমন বস্তু যা তোমরা চাওনি ভবে।
পেয়েছে সে সাড়া তার ডাকে,
বাঁধা যে দিয়ো না তারে।
পেয়েছে সে এক অমৃতের স্বাদ,
জ্ঞানীরা যা লাভ করতে পারে।

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَه مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِه هَلْ تَعْلَمُ لَه سَمِيًّا﴾

'তা হচ্ছে সেই জান্নাত আমি যার উত্তরাধিকারী বানাই আমার

১৭. সুরা আম্বিয়া ২১ : ১০১-১০৭।

বান্দাদের মধ্য থেকে মুত্তাকিদের। আর আমরা অবতীর্ণ হই না আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত। তারই মালিকানাধীন আমাদের সামনের, পেছনের এবং তার মধ্যবর্তী স্থানের সকল বস্তু। আর আপনার প্রতিপালক ভুলে যাওয়ার নন। তিনি আসমানসমূহ ও জমিন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব। সুতরাং আপনি তারই ইবাদত করুন এবং তার ইবাদতের ওপরই অবিচল থাকুন। আপনি কি চেনেন তার সমনামের কাউকে?!'[১৮]

কেমন ছিল আমাদের পূর্বসূরিদের মনোবল? কোন শব্দে তা প্রকাশ করব বলুন?

পূর্বসূরি নারীদের গল্প

আবদুর রহমান ইবনে কাসিম বলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সারা বছর সিয়াম পালন করতেন।

উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা লাগাতার সিয়াম পালন করতেন।

কাসিম বলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সারা বছর সিয়াম পালন করতেন। ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর ছাড়া কখনোই সিয়াম ছাড়তেন না।

একবার মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট এক লক্ষ দিরহাম হাদিয়া প্রেরণ করলেন। তিনি সবগুলো দিরহাম বণ্টন

১৮. সুরা মারইয়াম ১৯ : ৬৩-৬৫।

করে দিলেন। একটিও অবশিষ্ট রাখলেন না। তখন তার সেবিকা বারিদা বলল, আপনি তো সিয়ামরত। আপনি যদি এক দিরহাম দিয়ে গোশত ক্রয় করে রাখতেন তবে কতই না ভালো হতো। তিনি বললেন, এখন আর আফসোস করো না। আগে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে আমি তা করতে পারতাম।

তিনি তো সিদ্দিকা বিনতে সিদ্দিক। আতিকা বিনতে আতিক। আল্লাহর রাসুলের প্রিয়তমা। তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তিনি তো চারিত্রিক ত্রুটি থেকে পবিত্র। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তিনিও আল্লাহ প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

উম্মুল মুমিনিন হাফসা বিনতে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহা ধারাবাহিক সিয়াম পালন করতেন এবং সালাত আদায় করতেন। তিনি তার পিতা, ভাই ও উমার পরিবার থেকে একাধিক মুসহাফ সংগ্রহ করেছিলেন এবং কুরআনকে একত্রিত করেছিলেন।

কাইস ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তালাক দিলেন। তখন তার দুই মামা কুদামাহ ও উসমান ইবনে মাযউন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তার নিকট আসলেন। মামাদের কাছে পেয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম! তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে আমাকে তালাক দেননি। আল্লাহর কসম! তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে আমাকে তালাক দেননি। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হলেন। হাফসা রাযিয়াল্লাহু তাকে দেখে নিজের ওড়না টেনে নিলেন। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিবরিল আলাইহিস সালাম এসে আমাকে বললেন,

راجع حفصة فإنها صوّامة قوَّامه، وإنها زوجتك في الجنة

'আপনি হাফসার তালাক উঠিয়ে নিন। কারণ তিনি সিয়াম আদায়কারিণী ও সালাত আদায়কারিণী। আর তিনি জান্নাতেও আপনার স্ত্রী থাকবেন।'[১৯]

আল্লাহর সাক্ষ্য ও জিবরিল আমিনের সাক্ষ্যের চেয়ে বড় সাক্ষ্য আর কি হতে পারে?!

তিনি তার ইবাদতের প্রতিদান দুনিয়াতেই লাভ করলেন। তার সিয়াম ও সালাতের কারণে আল্লাহর ফরমানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরিয়ে নিলেন এবং তিনি আখিরাতে জান্নাতেও রাসুলের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

নাফে রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যু পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সিয়াম পালন করতেন।

সাঈদ ইবনে আবদুল আযিয বলেন, শাম ও ইরাকে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর আজাদকৃত দাসী রহমাতুল আবিদাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নারী কেউ ছিল না। তার বাড়িতে একদল আলিম উপস্থিত হয়ে নিজের ওপর কিছুটা রহম করার উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, নিজের ওপর রহম করে কি হবে আমার? আমার

১৯. মাজমাউয যাওয়াইদ : ৯/২৪৭। হাদিসটি গরিব।

জীবন তো দ্রুতগামী। আজ যা ছুটে যাবে কাল তাকে কিছুতেই পাওয়া যাবে না। আল্লাহর কসম! হে ভাইয়েরা আমার, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে আমি সালাত আদায় করেই যাবো। যতক্ষণ না আমার হায়াত অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ আমি সিয়াম পালন করেই যাবো। যতক্ষণ আমার চোখে অশ্রু আছে ততক্ষণ আমি আল্লাহর জন্য অশ্রু ঝরিয়ে যাবো।

তারপর তিনি বললেন, আপনাদের মাঝে কে এমন রয়েছেন যে নিজের গোলামকে নিজের হকের ব্যাপারে ছাড় দিতে চাইবেন?!

অব্যাহতভাবে সালাত আদায় করতে করতে তার পা ফুলে গেল। লাগাতার সিয়াম পালন করতে করতে তার শরীর দুর্বল হয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে একসময় তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন।

তিনি বলতেন, আমি নিজের অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত আছি। আল্লাহর কসম! আমি কামনা করি, আল্লাহ যদি আমাকে সৃষ্টি না করতেন!। আমি যদি উল্লেখ করার মতো কোনো বস্তুই না হতাম!

রহমাতুল আবিদাহ রাহিমাহুল্লাহ কখনো সিমান্তবর্তী এলাকায় চলে যেতেন এবং আল্লাহর পথের সিমান্তের প্রহরীদের জামা-কাপড় ধুয়ে দিতেন।

এ সকল বান্দা-বান্দী সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾

'নিশ্চয় তারা কল্যাণের ক্ষেত্রে ছিলো দ্রুতগামী আর তারা আমাকে ডাকত ভয় ও আশা নিয়ে। আর তারা ছিলো আমার জন্য অবনত।'[২০]

তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾

'আর তাদের কতিপয় কতিপয়ের দিকে অগ্রসর হয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করবে। তারা বলবে, আমরা ইতিপূর্বে আমাদের পরিবারের মাঝে ভীত অবস্থায় ছিলাম। তাই আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। আমরা তো ইতিপূর্বে তাকেই ডাকতাম। নিশ্চয় তিনিই হলেন সদাচারী ও দয়াময়। সুতরাং আপনি উপদেশ দিয়ে যান। আপনার প্রতিপালকের নিয়ামতে আপনি গণক কিংবা পাগল নন।'[২১]

যদি কুরআনের আদলে উঠতো গড়ে আমাদের নারীরা
পুরুষের চেয়ে বহুগুণে হতো তারা সেরা।
সূর্যের নাম স্ত্রী লিঙ্গ; এটা কি তার দোষ?
চাঁদের নাম পুং লিঙ্গ; এটা কি তার গর্ব?[২২]

---

২০. সুরা আম্বিয়া ২১ : ৯০।

২১. সুরা তুর ৫২ : ২৫-২৯।

২২. আরবী ভাষায় সূর্যের প্রতিশব্দ شمس ব্যাকরণগত দিক থেকে স্ত্রীলিঙ্গ এবং চাঁদের প্রতিশব্দ قمر ব্যাকরণগত দিক থেকে পুংলিঙ্গ। -অনুবাদক

সিয়াম পালনকারীদের প্রকারভেদ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

একদল মানুষ শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকে। তাদের সিয়াম হলো অভ্যেস।

একদল মানুষ পানাহার থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি লৌকিকতা ও হারাম কাজ থেকেও বিরত থাকে। তাদের সিয়াম হলো ইবাদত ও আখিরাতের প্রস্তুতি।

একদল মানুষ গুনাহ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে এবং রহমানের অনুগত অবস্থায় ইফতার করে। তাদের সিয়াম হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সিয়াম।

একদল মানুষ নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকে এবং অদৃশ্যের জ্ঞানী মহান সত্তার কাছে তাওবা করে ইফতার করে। তাদের সিয়াম হলো তাকওয়া।

একদল মানুষ গিবত ও অপবাদ থেকে বিরত থাকে এবং কুরআন তিলাওয়াত করে ইফতার করে। তাদের সিয়াম হলো হেদায়েতের পাথেয়।

একদল মানুষ অপছন্দনীয় কাজ ও আত্মমর্যাদা বিনষ্টকারী কাজ থেকে বিরত থাকে এবং চিন্তা ও ফিকির করে ইফতার করে। তাদের সিয়াম হলো সৌভাগ্যের সিয়াম।

একদল মানুষ লৌকিকতা ও সমালোচনা থেকে বিরত থাকে এবং বিনয় ও নিষ্ঠা নিয়ে ইফতার করে। তাদের সিয়াম হলো নিরাপত্তার সিয়াম।

একদল মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে বিরত থাকে এবং সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা নিয়ে ইফতার করে। তাদের সিয়াম হলো গনিমত।

একদল মানুষ সকল অপকর্ম থেকে বিরত থাকে এবং জীবনের সংক্ষিপ্ততার কথা ভেবে ইফতার করে। তাদের সিয়াম হলো দূরদর্শিতার সিয়াম।

একদল মানুষ দীর্ঘ আশা থেকে বিরত থাকে এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করে ইফতার করে। তাদের সিয়াম হলো দুনিয়াবিমুখতার সিয়াম।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সিয়াম হলো মুত্তাকিদের লাগাম, মুজাহিদদের ঢাল এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নৈকট্যপ্রত্যাশীদের জন্য অনুশীলন।

আপনার জন্য শুধু এটুকু কথাই যথেষ্ট,

الصوم لي وأنا أجزي به

'সিয়াম আমার জন্য। আমি নিজে তার প্রতিদান দেব।'[২৩]

২৩. সহিহ বুখারি : ৭৪৯২। সহিহ মুসলিম : ১১৫১।

হে তাকওয়ার ফেরিওয়ালা! তোমার দু-চোখে ভালোবাসা,
দীর্ঘ হয়েছে আমার বিরহ, হৃদয়ে তীব্র হয়েছে আশা।
তোমার প্রতীক্ষায় কাটালাম দীর্ঘ একটি বছর,
তোমার জন্য উজার হৃদয়ের একটি শহর।
সম্ভাষণ জানাই তোমায় প্রিয়, আলোকিত করো জীবন,
তোমার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে হয় যেন মোর মরণ।
তোমার আগমনে নেককারগণ বাড়িয়ে নেন মর্যাদা,
অলস লোকেরা বিছানায় শুয়ে বাড়ায় শুধু হতাশা।

সিয়াম হলো বঞ্চিত মানুষের না পাওয়া স্বাদ। সিয়াম হলো সুউচ্চ ব্যক্তিত্ব ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি।

রমাদান হলো স্বাধীনতার মাস। এ মাসে মুমিন আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। এই স্বাধীনতাই তাকে আল্লাহর দাসত্বের পূর্ণতা দান করে। তাকে জগতের সবকিছু থেকে স্বাধীন করে এক মহান সত্তার দাস বানিয়ে দেয়। আর তিনি ছাড়া জগতের সকলেই হলো দাস।

রমাদান হলো শক্তি অর্জনের মাস, বীরত্ব অর্জনের মাস

فليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

‘শক্তিশালী সে নয় যে লড়াইয়ে বিজয়ী হয়। শক্তিশালী সে যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।’[২৪]

সিয়াম হলো ধৈর্য, আনুগত্য ও শৃঙ্খলা।

এবার বলুন, কোনো জাতি যদি উপরে উল্লিখিত গুণসমূহে গুণান্বিত হয় তাহলে কি তারা পতনের শিকার হতে পারে?! কোনো সেনাবাহিনী যদি এই সুউচ্চ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে তবে কি তাদের পরাজয়ের কোনো আশঙ্কা থাকতে পারে?

আপনি ভুলে যাবেন না যে, আপনি যখন রমাদানে সিয়াম পালন করেন তখন আল্লাহ আপনাকে সিয়ামের মাধ্যমে একজন শক্তিশালী ও আস্থাবান ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলেন। তাই রমাদানে নিজেকে দুর্বল ও বিশ্বাসঘাতক বানানো থেকে সতর্ক থাকুন।

প্রিয় সুধী! পূর্বসূরিদের কিয়ামুল লাইল আর তিলাওয়াতের বর্ণনা দেওয়ার মতো সময় আমার হাতে নেই। তাদের যিকির, দোয়া, দান ইত্যাদির বর্ণনা দেওয়া এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব

২৪. সহিহ বুখারি : ৬১১৪। সহিহ মুসলিম : ২৬০৯।

নয়। রমাদানে তাদের সালাত, তিলাওয়াত ও জিহাদের বর্ণনা শুনলে আপনি বিস্মিত হয়ে যাবেন। আপনার কাছে সবকিছু অসম্ভব ও অপরিচিত মনে হবে। ইতিপূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে উপদেশ গ্রহণের জন্য তা-ই পর্যাপ্ত। আর জ্ঞানী লোকের জন্য শুধু ইশারাই যথেষ্ট।

উপরে যা উল্লেখ করা হলো তা হলো তাদের রমাদান পূর্ববর্তী অবস্থা। রমাদান ছিল তাদের কাছে ইবাদত ও পরিশ্রমের মাস। তাহলে রমাদানে তাদের অবস্থা কেমন ছিলো? আর আমাদের অবস্থাই বা কেমন?

রমাদানে আমাদের অবস্থা

আসুন আমাদের অবস্থা নিয়ে একটু পর্যালোচনা করি। সমাজের নানা স্তরের মানুষকে তাদের রমাদান সম্পর্কে প্রশ্ন করি। নারী-পুরুষ, চাকুরিজীবী, ছাত্র সকলকে জিজ্ঞেস করি, কেমন কাটে তাদের রমাদান? এই প্রশ্নের যে জবাব আপনি পাবেন তাতে আপনার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসটির বাস্তবতা আবারও উপলব্ধি হবে, 'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় সূচনা লাভ করেছে এবং সূচনালগ্নের মতো আবারও অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। সুতরাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।'

আমাদের রমাদানের অবস্থা আপনার সামনে তুলে আনার পর আপনার কাছে পূর্বসূরিদের সবকিছুকে কেমন অপরিচিত মনে হবে। আপনার মনে হবে, তাদের দ্বীন ও আমাদের দ্বীন যেন

এক নয়। যেন আমরা দুটি দল পৃথিবীর বিপরীত দুটি মেরুর বাসিন্দা।

আমাদের কোনো যুবককে যদি জিজ্ঞাসা করি, তোমার রমাদানের সময় কেমন কাটে? সে বলবে, আমি আমার বন্ধুদের সাথে বসে টিভিস্ক্রিনের সামনে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো দেখতে দেখতে রাত কাটিয়ে দিই।

কেউ বলবে, স্টেডিয়ামের আলোতে বিশ্বকাপ দেখতে দেখতে আমার এবারের রমাদান কেটেছে।

কেউ বলবে, আমি মোবাইল ফোন আর বন্ধুদের আড্ডায় রমাদানের রাতগুলো অতিবাহিত করি।

কেউ বলবে, আমি বাজারে আর শপিংমলে ঘুরে ঘুরে রমাদানের রাতে সময় কাটাই।

চাকুরিজীবীরা বলবে, সারাদিন অফিস করে আমি ক্লান্ত হয়ে যাই। তাই রাতে আমার আরামে ঘুম হয়।

কেউ বলবে, আমি অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। রমাদানে আমি অফিসেই ঘুমাই।

খুব সামান্য-সংখ্যক মানুষ আছে যারা বলবেন, রমাদানে ইবাদতের কারণে আমার অফিস মিস হয়ে যায় এবং বেতন কাটা পড়ে।

ফলাফল কী? ভর্ৎসনা, লজ্জা আর অপমান।

ইমামদের সাথে কথা বললে কেউ কেউ রমাদানে মুসল্লি বেড়ে যাওয়াতে এবং মানুষ ইবাদতমুখি হওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করেন। কেউ কেউ আবার অচেতনদের অবস্থা উল্লেখ করে দুঃখপ্রকাশ করেন।

একজন ইমাম বললেন, রমাদানে ফজরের সালাতে মুসল্লিদের উপস্থিতি বেড়ে যায়। এমনকি মসজিদ ভরেও যায়। কিন্তু যোহর ও আসরের সালাতে মুসল্লি পাওয়া যায় না। আসলে লোকেরা রমাদানে রাতকে দিন আর দিনকে রাত বানিয়ে নেয়।

বাজারের খবর নিয়ে দেখুন। রমাদানে বাজারে ভিড় বাড়তে থাকে। সবশ্রেণির মানুষই বাজারে ভিড় জমায়।

কফিবারে কাজ করে এমন একজনকে রমাদান ও রমাদানের বাইরে ক্রেতাদের উপস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। সে বলল, অন্যান্য মাসের তুলনায় রমাদানে তাদেরকে অনেক বেশি শ্রম দিতে হয়। কারণ, অন্য মাসের তুলনায় রমাদানে দ্বিগুণ মানুষের আনাগোনা হয়। সন্ধ্যার পর থেকে শেষরাত পর্যন্ত মানুষজন কফিবারে ভিড় করতে থাকে। অনেকে সারা রাত কফিবারেই কাটিয়ে দেয়।

বাচ্চাদের কথা আর কী বলব? পথে-ঘাটে তারা ঘুরে বেড়ায়। অনর্থক হৈচৈ আর খেলাধুলায় তাদের সময় কাটে।

এবার নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করুন, কে এদেরকে বোঝাবে? কে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে?

মহিলাদের কথা জিজ্ঞেস করবেন? তাদের রাতদিন কাটে শুধু বাহারি খাবার আর ইফতারের নানা আইটেম তৈরির মাঝে। মায়েরা সন্তান ঘরে ফিরে আসার অপেক্ষায় অস্থিরতা নিয়ে রাত কাটান। রাতের বেলা বাজারের দিকে তাকালে মনে হয়, এখানে কোনো উৎসব বা মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

কোথায় ইবাদত? কোথায় পরিশ্রম? পূর্বসূরিদের রমাদান আর আমাদের এই রমাদানের মাঝে সামঞ্জস্য কোথায়?

একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। সে উত্তর দিলো, আমি রমাদানে ফজরের পর ঘুমাই আর আসরের পরে উঠি। তার কথা শুনে মনে হলো, ঘুম অনেক বড় একটি ইবাদত।

আরেকজন বলল, আমার বাবা আমাকে ইফতারের সময়ও ঘুম থেকে জাগান না। কখনো কখনো আমি এশার একটু আগে ইফতার করি।

কি বলব বলুন?

রমাদানে কফিশপের একজন পরিবশেনকারীর সাথে দ্রুত কিছু কথোপকথন হলো।

: কখন থেকে কাজ করছ?

: বারোটা থেকে।

: কতক্ষণ কাজ করবে?

: সেহরীর আগ পর্যন্ত।

: তুমি কি চাকুরি করো?

: হুম, আমার চাকুরি সরকারি।

: এভাবেই প্রতিদিন কাজ করো?

: না, কোনো কোনো দিন একটু কম চাপ থাকে। তবে রাতে এখানেই ঘুমাতে হয়।

এই হচ্ছে আমাদের রমাদানের চিত্র। অধিকাংশ মানুষই এমন গভীর অচেতনায় রমাদান পার করে দেয়। দেখে মনে হয়, তারা যে দ্বীন পালন করছে তা পূর্বসূরিদের সেই দ্বীন নয়। এ যেন আলাদা কোনো দ্বীন, ভিন্ন কোনো ধর্ম। তাদের কর্মের দিকে তাকালে পূর্বসূরিদের দ্বীনকে সত্যিই অপরিচিত মনে হয়।

হায় আমাদের অচেতনতা!

হায় আমাদের গাফলত!

হায় আমাদের অজ্ঞতা!

হায় আমাদের পোড়াকপাল!

কেন আমরা সৃষ্টি হলাম? জান্নাতের জন্য নাকি জাহান্নামের?

হে গাফলতের মেঘ! হৃদয়ের আকাশ থেকে সরে যাও।

হে ঈমান ও তাকওয়ার সূর্য! হৃদয়ের আকাশে উদিত হও।

কে সিয়াম পালনকারীর হৃদয়! একটু ভীত হও।

হে কর্মব্যস্তদের কপাল! রবকে একটু সিজদা করো।

হে তাহাজ্জুদগুজারদের চোখ! ঘুমিয়ে পড়ো না।

হে তাওবাকারীদের গুনাহ! ফিরে এসো না।

হে প্রবৃত্তির মাটি! গিলে নাও তোমার পানি।

হে হৃদয়ের আকাশ! বর্ষণ করো।

হে দুনিয়াপ্রেমির হৃদয়! পরিতৃপ্ত হয়ো না।

রমাদানের দিবসে নিয়ামতের দুয়ারগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আসমানের ফিরিশতারা বান্দাদের আহ্বান করতে থাকে–

﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

'হে আমাদের সম্প্রদায়! সাড়া দাও আল্লাহর আহ্বানকারীর ডাকে এবং ঈমান আনো তাঁর প্রতি। তাহলে তিনি ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের অপরাধ এবং রক্ষা করবেন তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আহ্বানকারীকে সাড়া দিলো না সে অক্ষম করতে পারবে না তাকে পৃথিবীতে। আর তিনি ছাড়া পৃথিবীতে তার কোনো অভিভাবকও নেই। তারা স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মাঝে রয়েছে।'[২৫]

---

২৫. সুরা আহকাফ ৪৬ : ৩১-৩২।

হে রব!

আপনার ক্ষমা লাভ করার জন্য প্রসারিত করেছি হাত,

কাঁদছি আমি। কাঁদছে আমার চোখ। কাঁদছে আমার সব।

কয়েক ফোঁটা অশ্রু দিয়ে করছি আমি নিবেদন,

আপনি ছাড়া অন্য কারো কাছে করিনি কখনো আবেদন।

আপনার তরে আমার সকাল, আপনার তরে সন্ধ্যা,

আলো চাই শুধু আপনার কাছে, আমি যে পিপাসার্ত বান্দা।

জানি না কোথা হতে পান করাবেন আমায় মাগফিরাতের সুধা,

চারিদিকে শুধু শুষ্ক মরু। দেখা যায় মরীচিকা।

দয়া করুন হে রব! এ যে আমার গুনাহ, আমার অপরাধ,

চাই যে শুধু আপনার দয়া, যে দয়ার নেই বাঁধ।

দয়া করুন হে রব! ডুবে আছি আমি গুনাহর অথৈ সাগরে,

সবদিকে শুধু ঘন-কালো আঁধার, কোথাও নেইকো আলো।

চেষ্টা করেছি, সাঁতার দিয়েছি, বুকটা যে মোর হাঁপায়,

আপনি ছাড়া এ ধরায় মোর নেই তো কোনো উপায়।

হে রব! হে আল্লাহ!

সত্যিই বিস্ময়কর! যে আপনাকে চিনল অথচ অন্যকে ভালোবাসল।

সত্যিই বিস্ময়কর! যে আপনার ডাক পেয়েও অন্যের কথা শুনল।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পাপাচারের কারণে আমাদেরকে আপনার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনি আমাদের সাথে আপনার শান অনুযায়ী আচরণ করুন। আমাদের কর্ম অনুযায়ী আচরণ করবেন না। আপনিই তো দয়ার অধিকারী। আপনিই তো ক্ষমার মালিক।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে রমাদানে পৌঁছে দিন। রমাদানে ঈমান-সহ সাওয়াবের আশায় সিয়াম ও সালাত আদায় করার তাওফিক দিন। আমাদেরকে লাইলাতুল কদর দান করুন। সাওয়াব ও প্রতিদানের উপযুক্ত হওয়ার সুযোগ দিন। দরুদ বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর ওপর।

আমাদের প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

নং	বইয়ের নাম	লেখক	প্রচ্ছদ মূল্য
১	দ্য মার্টায়ার লিডার [সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী রহ.]	আসলাম রাহী	১২০/-
২	ইসলামি আকিদা ও মানহায	আলী হাসান উসামা	২৬০/-
৩	হাদিসের দর্পণে একালের চিত্র	ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ.	১১৬/-
৪	তাওহিদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে	সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ	৯৬/-
৫	মাগফিরাতের পথ ও পাথেয়	ইবনু রজব হাম্বলি রহ.	৮০/-
৬	নিফাক থেকে বাঁচুন	ড. ইয়াদ কুনাইবী	৩২৪/-
৭	অনুতপ্ত অশ্রু	শাইখ খালিদ আর-রাশিদ	২৬০/-
৮	আঁধারে আলোর মশাল	ইবনু রজব হাম্বলি রহ.	১২৮/-
৯	নবজীবনের সন্ধানে	শাইখ মুহাম্মাদ আল-গাজালি	৩৬৮/-
১০	ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ- আমি তাঁকে কাঁদতে দেখেছি	শাইখ খালিদ আর-রাশিদ	১০৭/-
১১	নীড়ে ফেরার গল্প	শাইখ খালিদ আর-রাশিদ	১২৮/-
১২	প্রতীক্ষার রমাদান	শাইখ খালিদ আর-রাশিদ	বিনামূল্যে

‘এভাবেই একে একে দিনগুলো আমাদের থেকে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

আমাদেরকে অনবরত নির্ধারিত মেয়াদের দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে। আমরা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি।

আমাদের জীবন থেকে যে মুহূর্ত ও সময়গুলো অতিবাহিত হয়ে গেল তা আর কখনোই ফিরে আসবে না।

যদি আমরা জগতের সকল পাহাড়গুলোকে ওজন করে তার অনুরূপ স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য খরচ করি তবুও তা কিছুতেই আমাদের নিকট ফিরে আসবে না।’

- হাফিয ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ

শব্দতরু
শব্দের বুননে চেতনার উন্মেষ